চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবনের প্রথম গ্রন্থ।

দেবী-মাহাত্ম্য

বা

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথা



শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

প্রণীত

বজ্‌বজ্‌—চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন।

সন ১৩৩৪ সাল।

[মূল্য ।০ চারি আনা।

বজ্‌বজ্‌ চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
পোঃ বজবজ, জেলা ২৪ পরগণা।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৪	নিত্যেব	নিত্যৈব
”	৮	নিত্যাপ্যভিষীয়তে	নিত্যাপ্যভিধীয়তে
২৬	১৭	যদারুণাখ্যো	যদারুণাখ্য
৩৫	৫	বিস্থষ্টো	বিস্থষ্টৌ
৩৯	১	ন	র্ন
৪৫	১৮	াহাঁকে	তাহাকে
৫৬	২	মত্রারয়ো	যত্রারয়ো

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল
সিদ্ধেশ্বর প্রেস
২নং নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।

নিবেদন।

দেবী-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় অনেকেই চণ্ডীগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আমার আলোচনার প্রণালী স্বতন্ত্র। আমি শ্লোকের পর শ্লোক অনুবাদ না করিয়া চণ্ডী সম্বন্ধে জানিবার কথাগুলি বিভিন্ন বিষয়ে বিভাগ করিয়া প্রত্যেকটী বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছি। প্রথমে অনুক্রমণিকা-অংশে ভক্ত হিন্দুগণ দেবী-মাহাত্ম্য কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন তাহা আলোচনা করিয়া কি সূত্রে দেবী-মাহাত্ম্যের প্রসঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বলিয়াছি, এবং তৎপরে যথাক্রমে দেবীর আবির্ভাব বিবরণ, দেবীর স্বরূপ এবং কার্য্যের কথা আলোচনা করিয়াছি। এই পুস্তকে চণ্ডীর গল্পাংশ সমস্তই সংক্ষেপে প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশেষে দেবী-মাহাত্ম্যের অন্তর্গত সুললিত স্তবগুলি, তৎকালীন ঘটনা ও প্রার্থনা বর্ণনামূলক কয়েকটী শ্লোক বাদে, সমস্তই সানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তগণের দেবী-পূজার সময় স্তব পাঠের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। এই পুস্তকে দেবী-মাহাত্ম্যের বীজ-স্বরূপ দেবীসূক্তও অনুবাদ সহ প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং দেবী-মাহাত্ম্যের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি কিছুই বাদ দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে পুস্তকখানি সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

চিত্রগঞ্জ,
পোঃ আঃ বজ্‌বজ্‌।
১লা বৈশাখ, ১৩৩৪।

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী

সূচিপত্র।

দেবী-মাহাত্ম্য

অনুক্রমণিকা।

দেবী-মাহাত্ম্য ভক্ত হিন্দুর পরম আদরের ধন। শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দুগৃহে দেবী-মাহাত্ম্য আদৃত হইয়া আসিতেছে। শ্রদ্ধাবান্ হিন্দু বিবিধ প্রয়োজনে দেবী-মাহাত্ম্যের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

দেবী-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দেবগণের স্তবের উত্তরে দেবগণের প্রতি দেবীর উক্তি দ্বারাই কথিত হইয়াছে—

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥১২।১

যে ব্যক্তি একমনে এই সকল স্তব দ্বারা নিত্য আমার স্তব করিবে, আমি নিশ্চয়ই তাহার সকল বিপদ বিনাশ করিব।

উপসর্গানশেষাংস্তু মহামারীসমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম ॥১২।৭

আমার মাহাত্ম্য মহামারীজনিত নানাপ্রকার উপসর্গ

এবং (রোগাদিজনিত আধ্যাত্মিক, ভূতপ্রেতাদিজনিত আধিভৌতিক ও বজ্রপাতাদিজনিত আধিদৈবিক এই) তিন প্রকার উৎপাত নাশ করিয়া থাকে।

যুস্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্ত প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥১২।২৪

তোমাদিগের (অর্থাৎ দেবতাদিগের), ব্রহ্মর্ষিদিগের এবং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কৃত স্তব শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে।

যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্নিত্যমায়তনে মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥১২।৮

যে গৃহে আমার এই মাহাত্ম্য নিত্য সম্যক্‌রূপে পঠিত হয়, সেই গৃহ আমি কখনও ত্যাগ করি না, সেই গৃহে আমার সান্নিধ্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে।

সর্ব্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্ ॥১২।১৯

আমার এই সমগ্র মাহাত্ম্য আমার আবির্ভাবসাধক।

মধুকৈটভনাশঞ্চ মহিষাসুরঘাতনম্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি যে তদ্বদ্বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ ॥১২।২
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চৈকচেতসঃ।
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥১২।৩
ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ দুষ্কৃতোত্থা ন চাপদঃ।
ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয়োজনম্ ॥ ১২।৪

শত্রুতো ন ভয়ং তস্য দস্যুতো বা ন রাজতঃ।
ন শস্ত্রানলতোয়ৌঘাৎ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥১২।৫

যাহারা মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভের বিনাশ কীর্ত্তন করিবে, এবং অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও নবমী তিথিতে যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার এই উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে, তাহাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র পাপ, পাপজনিত বিপদ, দরিদ্রতা, অথবা স্বজন-বিয়োগ হইবে না, এবং শত্রু, দস্যু, রাজা, শস্ত্র, অগ্নি অথবা জলবেগ হইতে তাহাদিগের কখনও ভয়ের কারণ উৎপন্ন হইবে না।

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ ॥১২।১১
সর্ব্ববাধাবিনির্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১২।১২

শরৎকালে প্রতি বৎসর আমার যে মহাপূজা হইয়া থাকে, সেই মহাপূজায় আমার এই মাহাত্ম্য ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিলে মানব আমার অনুগ্রহে সকল বিপদ মুক্ত হইয়া ধন ধান্য ও সন্তানযুক্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্ ॥১২।১৩

আমার এই মাহাত্ম্য, শুভ উৎপত্তি-বিবরণ এবং যুদ্ধ-বিষয়ক পরাক্রম শ্রবণ করিলে লোকে নির্ভয় হইয়া থাকে।

যুদ্ধেষু চরিতং যন্মে দুষ্টদৈত্যনিবর্হণম্।
তস্মিন্ শ্রুতে বৈরিকৃতং ভয়ং পুংসাং ন জায়তে॥ ১২।২৩

যুদ্ধেতে দুষ্টদৈত্যগণের বিনাশ সম্বলিত আমার চরিত শ্রবণ করিলে লোকের শত্রুজনিত ভয় হয় না।

শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্ত্তনং মম॥১২।২২

আমার আবির্ভাব সকলের কথা শ্রবণ করিলে পাপ বিনষ্ট হয়, আরোগ্য লাভ হয় এবং সকল প্রাণী হইতে রক্ষা-বিধান হইয়া থাকে।

রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্॥১২।১৪

আমার মাহাত্ম্য শ্রবণকারী ব্যক্তির শত্রুসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, মঙ্গল লাভ হয় এবং বংশ বৃদ্ধি হয়।

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।
দস্যুভির্ব্বা বৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ॥১২।২৫
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা॥১২।২৬

আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে ॥১২।২৭
সর্ব্ববাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যর্দ্দিতোঽপি বা।
স্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥১২।২৮

অরণ্যে বা প্রান্তরে দাবাগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে, অসহায় অবস্থায় দস্যুকর্ত্তৃক পরিবৃত হইলে, শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, বনে সিংহ ব্যাঘ্র বা বনহস্তী-কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে, ক্রুদ্ধ রাজা-কর্ত্তৃক বধ বা বন্ধন-দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, মহাসমুদ্রে পোতারোহী অবস্থায় বায়ুদ্বারা বিঘূর্ণিত হইলে, ভীষণ যুদ্ধস্থলে শস্ত্রপাত হইতে থাকিলে, দুঃখক্লিষ্ট হইলে, এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইলে, মনুষ্য আমার এই চরিত স্মরণ করিলে, সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হয়।

মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥১২।২৯

আমার চরিত স্মরণ করিলে আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্র প্রাণীগণ, দস্যুগণ এবং শত্রুসকল দূরে পলায়ন করে।

আমার এই মাহাত্ম্য—

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্।
সংঘাতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমম্ ॥১২।১৭

দুর্ব্বৃত্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্।
রক্ষোভূতপিশাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥১২।১৮

বালগ্রহদ্বারা আক্রান্ত বালকগণের রক্ষাকারক, মানবগণের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে উত্তম মিত্রতা-সম্পাদক, নানাবিধ দুষ্টগণের শক্তিক্ষয় করিতে শ্রেষ্ঠ উপায়, এবং ইহার পাঠমাত্রেই রাক্ষস, ভূত ও পিশাচগণ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আরও—

পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ।
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষণীয়ৈরহর্নিশম্ ॥১২।২০
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্ব্বৎসরেণ যা।
প্রীতির্ম্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে ॥১২।২১

এক বৎসরকাল প্রতি দিনরাত্র ধরিয়া উত্তম উত্তম পশু, পুষ্প, অর্ঘ্য, ধূপ, দীপ, গন্ধ প্রদান, এবং ব্রাহ্মণ-ভোজন, হোম, অভিষেক ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভোগ্যবস্তু প্রদান দ্বারা পূজা করিলে আমার যে প্রকার প্রীতি হইয়া থাকে, একবারমাত্র আমার এই সুচরিত শ্রবণ করিলে (শ্রোতার প্রতি) আমার সেইরূপ প্রীতিই হইয়া থাকে।

বলিপ্রদানে পূজায়ামগ্নিকার্য্যে মহোৎসবে।
সর্ব্বং মমৈতচ্চরিতমুচ্চার্য্যং শ্রাব্যমেব তৎ ॥১২।৯

জানতা-জানতা বাপি বলিপূজাং তথা কৃতাম্।

প্রতীচ্ছিষ্যাম্যহং প্রীত্যা বহ্নিহোমং তথা কৃতম্ ॥১২।১০

বলিদান, পূজা, হোম এবং মহোৎসব উপলক্ষ্যে আমার এই সমস্ত চরিত পাঠ করা এবং শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা হইলে, বিধিজ্ঞ বা অবিধিজ্ঞ যেরূপ ব্যক্তিই হউক, তৎকৃত সেই বলি, পূজা, হোমাদি আমি প্রীত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকি।

শান্তিকর্ম্মণি সর্ব্বত্র তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে।

গ্রহপীড়াসু চোগ্রাসু মাহাত্ম্যং শৃণুয়ান্মম ॥১২।১৫

উপসর্গাঃ শমং যান্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ।

দুঃস্বপ্নঞ্চ নৃভির্দৃষ্টং সুস্বপ্নমুপজায়তে ॥১২।১৬

সকল প্রকার শান্তিকার্য্যে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলে এবং ভীষণ গ্রহপীড়ায় আমার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে। তাহা হইলে উপসর্গসকল ও ভীষণ গ্রহপীড়াসকল বিনষ্ট হইবে এবং মনুষ্যগণের দৃষ্ট দুঃস্বপ্নসকল সুস্বপ্নে পরিণত হইবে।

তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।

শ্রোতব্যঞ্চ সদা ভক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ ॥১২।৬

অতএব,—সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক আমার এই মাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, কারণ মঙ্গললাভের ইহাই উৎকৃষ্ট পথ।

এই দেবীমাহাত্ম্য মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। মেধস মুনি সুরথ রাজাকে এবং সমাধিনামক বৈশ্যকে দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

দেবীমাহাত্ম্যের কথা প্রসঙ্গ এইরূপ—

পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে চৈত্রবংশে সুরথ নামে একজন রাজা জন্মিয়াছিলেন। তিনি অমাত্যগণকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত এবং অর্থহীন হইয়া মৃগয়াচ্ছলে একাকী বনগমন করেন এবং মেধস মুনির আশ্রমে মুনিবরকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া কিছুদিন বাস করিতে থাকেন। কিন্তু শান্তিপূর্ণ আশ্রমে বাস করিয়াও তিনি রাজ্যের প্রতি মমতা শূন্য হইতে পারিলেন না, পরন্তু রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ চিন্তা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সেই সময়ে সেই আশ্রমের নিকটে সমাধিনামক এক বৈশ্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সমাধি বৈশ্য বলিলেন যে ধনলোভে তাঁহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি তাঁহার ধনগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেওয়ায় তিনি দুঃখিত হইয়া বনে আসিয়াছেন, কিন্তু বনে আসিলেও সেই দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির মঙ্গল অমঙ্গলের চিন্তা যাইতেছে না।

তখন রাজা ও বৈশ্য উভয়ে যে বিষয়ের জন্য চিন্তা করা

উচিত নয় সেই বিষয়ের চিন্তা কেন তাঁহারা বর্জ্জিত হইতে পারিতেছেন না তাহা বুঝিতে না পারিয়া মেধস মুনির নিকট গমন করিলেন এবং সেই রাজা মুনিকে সেইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—সমস্ত বিষয় জানিলেও কেন তাঁহাদের সাংসারিক বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ যাইতেছে না; মূর্খ ব্যক্তিরই মোহ হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানী হইলেও কেন তাঁহাদের মোহ হইতেছে?

মুনি বলিলেন যে, মহামায়ার প্রভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। সাধারণ লোকের কথা কি,—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥১।৪২

সেই ভগবতী মহামায়া-দেবী জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্ব্বক (বিবেকপথ হইতে) আকর্ষণ করিয়া মোহিত করিয়া থাকেন।

আরও—

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥১।৪১

মহামায়া-কর্ত্তৃক যে এই জগৎ মোহিত হইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, কারণ তিনি জগৎপতি হরিরও

যোগনিদ্রা, (অর্থাৎ যোগনিদ্রারূপে তিনি জগৎপতি হরিকেও মোহিত করিয়াছিলেন)।

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥১।৪৩

তৎকর্ত্তৃকই এই চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং তিনি সন্তুষ্ট হইলে লোকের মুক্তির জন্য বর দিয়া থাকেন।

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥১।৫২

সেই সনাতনী দেবীই শ্রেষ্ঠ বিদ্যারূপে মুক্তির কারণ হইয়া থাকেন, আবার সংসার-বন্ধনের হেতুও তিনি। তিনি সর্ব্বেশ্বরেরও ঈশ্বরী।

রাজা এই কথা শুনিয়া সেই মহামায়া দেবীর স্বরূপ, কার্য্য এবং উৎপত্তির বিবরণ শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। মেধস মুনিও তাঁহাদিগকে দেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইয়া বলিলেন—

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥১৩।৩

হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরী দেবীর শরণ প্রার্থনা কর।

তাঁহার আরাধনা করিলেই মানুষ ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

মুনিবরের মুখে মহামায়ার মাহাত্ম্যের বিবরণ শুনিয়া রাজা সুরথ এবং সেই বৈশ্য জগজ্জননীর দর্শন-কামনায় নদীতীরে দেবীর আরাধনা করিলেন, এবং দেবী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবীর নিকট রাজা সুরথ সেই জন্মে শত্রুশূন্য রাজা এবং জন্মান্তরে সূর্য্যদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণিক নামে মনু হইবার বর এবং বৈশ্য-শ্রেষ্ঠ সমাধি সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার বর প্রাপ্ত হইলেন।

প্রথম অধ্যায়।

দেবীর আবির্ভাব।

সুরথ রাজা মেধস মুনির নিকট দেবীর স্বরূপ, কার্য্য এবং উৎপত্তির বিবরণ শুনিতে চাহিলে, দেবীর উৎপত্তি-সম্বন্ধে মুনি বলিলেন—

"নিত্যৈব সা।"

সেই দেবী নিত্যা, অর্থাৎ তাঁহার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহার আবার উৎপত্তি কি? তবে—

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥১।৪৮

দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত যখন তিনি লোকমধ্যে আবির্ভূতা হন, তখন সেই নিত্যা দেবী উৎপন্ন হইয়াছেন ইহা কথিত হইয়া থাকে।

এইরূপে দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত বহুবার দেবীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। তন্মধ্যে দেবীর প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল "মধুকৈটভ" বধের সময়।

মধুকৈটভ বধ।

প্রলয়ের সময় পৃথিবী জলময় হইলে যখন ভগবান বিষ্ণু অনন্তশয্যা আশ্রয় করিয়া যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে বিখ্যাত দুইজন দুর্দ্দান্ত অসুর উৎপন্ন হইয়া তাঁহার নাভিপদ্মে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই ঘোর অসুরদ্বয়ের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার মানসে বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত যে দেবী তাঁহাকে নিদ্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন নিদ্রারূপা সেই ভগবতীর স্তব করেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নিদ্রারূপা সেই দেবী মধু ও কৈটভের বিনাশের জন্য বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত তাঁহার চক্ষু, বদন, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থান করেন, এবং ভগবান বিষ্ণুও জাগরিত হইয়া সেই অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করেন।

এইরূপে ভগবতী মহামায়া দেবী ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণুর নেত্র, বদন, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

দেবীর দ্বিতীয় আবির্ভাব "মহিষাসুর" বধের সময় হইয়াছিল।

মহিষাসুর বধ।

পূর্ব্বকালে যে সময় পুরন্দর দেবতাগণের এবং মহিষাসুর অসুরগণের অধিপতি ছিলেন, সেই সময় শত বৎসর ধরিয়া দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত দেবগণ পরাজিত হইলে মহিষাসুর স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়াছিল। তৎপরে পরাজিত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যে স্থানে ভগবান শিব ও বিষ্ণু অবস্থান করিতে-ছিলেন তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন যে মহিষাসুর স্বয়ং সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম ও অন্যান্য দেবতাগণের অধিকার গ্রহণ করিয়াছে, এবং দেবগণ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে মানুষের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। দেবতাগণ মহিষাসুরের সমস্ত আচরণ যথাযথ বর্ণনা করিয়া কি করিলে তাহার বিনাশ হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে বলিলেন।

দেবতাগণের বাক্য শ্রবণ করিবার পর ভগবান বিষ্ণু ও শিবের ক্রোধ হইল এবং তাঁহাদিগের ও ব্রহ্মার বদনমণ্ডল হইতে এক ভীষণ তেজ বিনির্গত হইল। তখন ইন্দ্রাদি

দেবগণেরও শরীর হইতে তেজ নির্গত হইল এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হইতে জাত তেজোরাশির সহিত একত্রিত হইয়া এক নারীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। মহিষাসুর-পীড়িত দেবগণ সেই দেবীকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে বিবিধ ভূষণে অলঙ্কৃত করিয়া নিজ নিজ আয়ুধ হইতে সদৃশ অস্ত্র নিঃসারণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। শিবশূল, বিষ্ণুচক্র, ব্রহ্মাকমণ্ডলু, প্রজাপতি অক্ষমালা, ইন্দ্রবজ্র ও ঘণ্টা, অগ্নি শক্তি, যমদণ্ড খড়্গ ও চর্ম্ম (অর্থাৎ ঢাল), জলাধিপ বরুণ পাশ, পবন ধনু ও বাণপূর্ণ তূনীরদ্বয়, বিশ্বকর্ম্মা পরশু, এবং অন্যান্য দেবগণ অপরাপর আয়ুধ সকল প্রদান করিলেন। তাঁহার বাহন হইবার জন্য হিমালয় তাঁহাকে সিংহ প্রদান করিলেন।

এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়া দেবী অট্টহাস-যুক্ত শব্দ করিলেন, এবং সেই ভয়ানক শব্দে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ, লোকসকল সংক্ষুব্ধ, সমুদ্রসকল কম্পিত এবং পৃথিবী ও পর্ব্বতসকল আন্দোলিত হইল। তখন সেই শব্দে পৃথিবী সংক্ষুব্ধ দেখিয়া মহিষাসুর ক্রোধভরে অসুর-সৈন্যগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল এবং দেখিতে পাইল—দেবী সহস্র হস্তদ্বারা দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার জ্যোতিতে

ত্রিলোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, কিরীট গগন স্পর্শ করিয়াছে, পদভরে পৃথিবী নতভাব ধারণ করিয়াছে, এবং ধনু ও জ্যা শব্দে সমস্ত পাতাল ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

অতঃপর মহিষাসুরের সহিত দেবীর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। দেবীর নিঃশ্বাস হইতে সহস্র সহস্র প্রমথ-সৈন্য উৎপন্ন হইয়া সেই যুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া এবং দেবীর শক্তির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। দেবী-বাহন সিংহও অনেক অসুর বিনাশ করিল। সেই যুদ্ধে মহিষাসুরের সেনাপতিগণ নিহত হইলে, মহিষাসুর বিবিধ মায়া দ্বারা কখন মহিষরূপে, কখন সিংহরূপে, কখন খড়্গাধারী পুরুষরূপে, আবার কখন মহাকায় হস্তীরূপে দেবীর সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবশেষে যখন সেই মহা অসুর মহিষমূর্ত্তি হইতে অর্দ্ধ-নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল সেই সময় দেবী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। তৎপরে অপরাপর দৈত্যগণও সেই যুদ্ধে বিনষ্ট হইল।

মহিষাসুরের বিনাশে দেবগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া স্তব-স্তুতি দ্বারা দেবীর সন্তোষ বিধান করিলেন, এবং দেবীও দেবতাগণকর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া তাঁহাদিগকে এই বর দিলেন যে, দেবগণের সকল বিপদ তিনি নাশ করিবেন।

এইরূপে মহিষাসুর-বধের নিমিত্ত দেবতাগণের শরীর হইতে দেবী দ্বিতীয়বার আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

দেবীর তৃতীয় আবির্ভাব "শুম্ভ-নিশুম্ভ" বধের সময় হইয়াছিল।

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ।

পূর্ব্বকালে যখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া আপনারাই সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, বায়ু ও অগ্নির অধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন স্বর্গ হইতে বিতাড়িত দেবগণ (মহিষাসুর-বধের সময় উপকারকারিণী) সেই অপরাজিতা দেবী-কর্ত্তৃক বরদানের বিষয় স্মরণ করিয়া হিমালয়প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক সেই বিষ্ণুমায়া দেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণের স্তব করিবার সময় দেবী পার্ব্বতী জাহ্নবী নদীতে স্নান করিতে গমন করিতেছিলেন। তিনি দেবগণ কাহার স্তব করিতেছেন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার শরীর-কোষ হইতে শিবা-দেবী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন যে দেবগণ তাঁহারই স্তব করিতেছেন। পার্ব্বতীর শরীর-কোষ হইতে আবির্ভূতা হওয়ায় সেই দেবী জগতে কৌষিকী নামে বিখ্যাত হইলেন।

তৎপরে চণ্ড ও মুণ্ড নামক শুম্ভরাজের দুইজন ভৃত্য

সেই দেবীর মনোরম রূপ দেখিয়া অসুরপতি শুম্ভকে গিয়া বলিল—"মহারাজ, একজন অত্যন্ত সুন্দরী রমণী হিমালয়-প্রদেশ আলো করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এমন রূপ কাহারও দৃষ্ট হয় নাই। আপনি এই দেবীর পরিচয় অবগত হউন এবং তাঁহাকে গ্রহণ করুন। আপনি ইন্দ্রের নিকট হইতে গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব এবং পারিজাত-বৃক্ষ আনয়ন করিয়াছেন; ব্রহ্মার হংসযুক্ত বিমান আপনার অঙ্গনে শোভা পাইতেছে; কুবেরের নিকট হইতে মহাপদ্ম-নামক রত্ন আপনি গ্রহণ করিয়াছেন; সমুদ্র আপনাকে অম্লান পদ্মের কিঞ্জল্কিনী নামক মালা দিয়াছেন, এবং সমুদ্রজাত সমস্ত রত্নই আপনার আছে; বরুণের সুবর্ণবর্ষণকারী ছত্র এবং প্রজাপতির শ্রেষ্ঠ রথও আপনার গৃহে রহিয়াছে; যমের উৎক্রান্তিদা-নামক শক্তি-অস্ত্র আপনি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বরুণের পাশ-অস্ত্র আপনার ভ্রাতা ধারণ করিয়াছেন; অগ্নিও আপনাকে অগ্নি-পরিশুদ্ধ বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিয়াছেন; সমস্ত শ্রেষ্ঠ দ্রব্যই আপনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তবে এই রমণীরত্নকে আপনি গ্রহণ করিতেছেন না কেন?"

শুম্ভরাজ, চণ্ড ও মুণ্ডের এই কথা শুনিয়া, যাহাতে সেই দেবী তাঁহার নিকট শীঘ্র আগমন করেন তাহা বলিবার নিমিত্ত সুগ্রীব নামক দূতকে দেবীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সুগ্রীবও দেবীর নিকট গিয়া তাঁহাকে বলিল—"হে দেবি, আমি শুম্ভরাজের দূত। শুম্ভরাজ বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে পৃথিবীতে যে সকল শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে সে সমস্তই তাঁহার গৃহে আছে; অতএব আপনি যখন নারীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তখন আপনার তাঁহাদিগের নিকট যাওয়া উচিত, যে হেতু তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ দ্রব্য ভোগের উপযুক্ত পাত্র।"

এই কথা শুনিয়া দেবী ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন যে শুম্ভরাজ ত্রৈলোক্যের অধিপতি এবং নিশুম্ভও তৎসদৃশ বীর, কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই অল্পবুদ্ধিবশতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে সংগ্রামে যে ব্যক্তি তাঁহাকে জয় করিয়া তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে পারিবেন, ত্রিভুবনের মধ্যে শক্তিতে যে ব্যক্তি তাঁহার সমকক্ষ হইবেন, তিনিই তাঁহার স্বামী হইবেন। অতএব সেই শুম্ভ বা নিশুম্ভ তাঁহাকে জয় করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করুন।

ইহাতে দূত তাঁহাকে শুম্ভ ও নিশুম্ভের বলবীর্য্যের কথা বলিয়া অনেক বুঝাইলেও দেবী বলিলেন যে তাঁহার প্রতিজ্ঞা বৃথা হইবার নয়, অতএব অসুররাজ যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন।

দূতের মুখে সেই কথা শুনিয়া শুম্ভরাজ ধূম্রলোচন নামক তাঁহার এক সেনাপতিকে দেবীর কেশাকর্ষণ করিয়া

আনয়ন করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং আরও বলিয়া দিলেন—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ যে হউক, যদি কেহ দেবীর রক্ষার জন্য অগ্রসর হয় তাহা হইলে যেন তাহাকে নিহত করা হয়। শুম্ভরাজের আজ্ঞায় ধূম্রলোচন হিমালয়প্রদেশে গমন করিয়া দেবীকে দেখিতে পাইয়া বলিল যদি দেবী স্ব-ইচ্ছায় অসুররাজের নিকট গমন না করেন তাহা হইলে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইবে। দেবী বলিলেন—যদি বলপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে তিনি কি করিতে পারেন। ইহাতে ধূম্রলোচন দেবীর প্রতি অগ্রসর হইলে হুঙ্কারের দ্বারা দেবী তাহাকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন, এবং দেবীর বাহন সিংহও যুদ্ধকারী অসুর-সেনার মধ্যে পতিত হইয়া নানাপ্রকারে তাহাদিগকে বিনাশ করিল।

দৈত্যরাজ সসৈন্য ধূম্রলোচন-বধের সংবাদ শুনিয়া চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া গমনপূর্ব্বক সেই দেবীর কেশাকর্ষণ করিয়া অথবা তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনয়ন করিবার নিমিত্ত এবং যুদ্ধে সংশয় উপস্থিত হইলে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। চণ্ড ও মুণ্ড চতুরঙ্গ সৈন্য-পরিবৃত হইয়া হিমালয়প্রদেশে গমন করিয়া পর্ব্বতের স্বর্ণময়-শৃঙ্গে সিংহোপরি উপবিষ্টা ঈষৎ হাস্যমুখী

দেবীকে দেখিতে পাইল এবং দৈত্যগণ খড়্গ ও শরাসন আস্ফালন করিয়া তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে ক্রোধে দেবীর বদনমণ্ডল শ্যামবর্ণ ধারণ করিল এবং তাঁহার ললাটদেশ হইতে করালবদনা, খড়্গপাশ ও বিচিত্র খট্টাঙ্গধারিণী, নরমুণ্ডমালাবিভূষণা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিধানা, শুষ্কচর্ম্মবিশিষ্টা, অতিবিস্তৃতবদনা, লোলরসনা, কোটর-প্রবিষ্ট আরক্ত-নয়না, গর্জ্জনদ্বারা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণকারিণী, ভীষণাকৃতি কালী-দেবী আবির্ভূতা হইয়া অসুর সৈন্যগণকে মথিত করিয়া চণ্ডমুণ্ডাসুরকে বিনাশ করিলেন। তখন হতাবশিষ্ট অসুর-সৈন্যগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। কালী-দেবীও চণ্ড ও মুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করিয়া চণ্ডিকা-দেবীকে উপহার দিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে চামুণ্ডা নাম প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে চণ্ড ও মুণ্ডের সহিত বহু সৈন্য বিনষ্ট হইলে শুম্ভরাজ কালকেয়, দৌহৃত, মৌর্য্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সম্প্রদায়ের হাজার হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। এই সময় অসুরগণের বিনাশ করিয়া দেবগণের মঙ্গলসাধন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্ত্তিকেয় ও ইন্দ্রের শক্তিসমূহ তাঁহাদিগের শরীর হইতে নির্গত হইয়া চণ্ডিকার নিকট আগমন করিলেন। অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী হংসযুক্ত বিমানে আগমন করিলেন; শ্রেষ্ঠ ত্রিশূল ও

মহাসর্পের বলয়ধারিণী চন্দ্ররেখা শোভিতা মাহেশ্বরী শক্তি বৃষারোহণে আগমন করিলেন; শক্তিহস্তা গুহরূপিণী কৌমারী ময়ূরশ্রেষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিলেন; শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গহস্তে বৈষ্ণবী-শক্তি গরুড়ারোহণে আসিলেন; অনুপম যজ্ঞবরাহরূপধারী হরির শক্তি বরাহরূপে এবং নারসিংহী শক্তি নৃসিংহের সদৃশ দেহ ধারণ করিয়া আগমন করিলেন; সহস্রনয়না বজ্রধারিণী ইন্দ্রশক্তি ঐরাবত-পৃষ্ঠে আসিলেন। তৎপরে মহাদেব সেই সকল শক্তি-পরিবৃতা চণ্ডিকা-দেবীকে অসুর বিনাশ করিতে বলিলে, চণ্ডিকা-দেবীর শরীর হইতে এক অতি ভীষণা শক্তি আবির্ভূতা হইয়া মহাদেবকে বলিলেন—"আপনি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বলুন যে তাহারা দেবগণকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করুক্, অথবা যদি বলগর্ব্বিতই হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ করুক্।" শিবকে দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত করার জন্য সেই চণ্ডিকাশক্তি শিবদূতী নামে বিখ্যাত হইলেন।

দেবীর কথা শুনিয়া অসুরগণ ক্রোধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। এই যুদ্ধে রক্তবীজ নামক অসুর ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার শরীর হইতে রক্তবিন্দু সকল ভূমিতে পতিত হইলে তৎসদৃশ অসুরসকল উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু

চণ্ডিকা-দেবীর আদেশে চামুণ্ডা রক্তবীজের দেহে অস্ত্রাঘাত-জাত রক্তপান করিতে এবং ভূমিতে পতিত রক্তবিন্দু হইতে উৎপন্ন অসুরগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ক্ষীণরক্ত হইয়া রক্তবীজ পতিত হইল। রক্তবীজের পতনের পর শুম্ভরাজের ভ্রাতা নিশুম্ভও দেবীর সহিত যুদ্ধে দেহত্যাগ করিলেন। তখন শুম্ভরাজ চণ্ডিকাকে বলিলেন যে চণ্ডিকা-দেবী অন্যের বল আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতেছেন, সুতরাং ইহাতে তাঁহার গর্ব্বিত হইবার কিছুই নাই। চণ্ডিকাদেবী বলিলেন যে ব্রহ্মাণী-প্রমুখ শক্তিগণ তাঁহারই বিভূতি মাত্র, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় শক্তি অপর কেহই নাই। তৎপরে সেই ব্রহ্মাণী-প্রমুখ শক্তিগণ দেবীর শরীরে বিলীন হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবী একা বিরাজ করিতে লাগিলেন। তখন দেবী এবং শুম্ভাসুরের মধ্যে সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে শুম্ভরাজ অতীব বলবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াও অবশেষে দেবীকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন। শুম্ভরাজের বিনাশে সমস্ত সংসার প্রসন্নতা লাভ করিল, জগৎ শান্ত হইল, দেবগণ আনন্দিত হইলেন, এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে লাগিল।

এইরূপে শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধের নিমিত্ত পার্ব্বতীর শরীর হইতে দেবী তৃতীয়বার আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

অন্যান্য আবির্ভাব।

এই সকল ব্যতীত আরও অনেকবার দেবীর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও হইবে। সে সম্বন্ধে শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পর দেবগণকে বরদান-উপলক্ষ্যে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন—

বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ ॥১১।৩৭
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥১১।৩৮

বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি সংখ্যক যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অপর দুই মহা অসুর উৎপন্ন হইবে, (এবং) আমি নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া বিন্ধ্যাচলে অবস্থানপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিনাশ করিব।

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্ ॥১১।৩৯
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্মহাসুরান্।
রক্তাদন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুসুমোপমাঃ ॥১১।৪০
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তুবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্ ॥১১।৪১

পুনর্ব্বার আমি অতি ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণকে বিনাশ করিব, এবং তখন সেই ভীষণ বৈপ্রচিত্ত দানবগণকে ভক্ষণ করায় আমার দন্তসকল দাড়িম্ব পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হইবে। তাহাতে স্বর্গ-লোকে দেবগণ এবং মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ সর্ব্বদা আমাকে স্তুতিপূর্ব্বক রক্তদন্তিকা নামে অভিহিত করিবে।

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥১১।৪২
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মান্ততঃ ॥১১।৪৩

আবার শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অকস্মাৎ আবির্ভূতা হইব, এবং শতনয়না হইয়া মুনিগণকে দর্শন করিব। তাহাতে মানবগণ আমাকে শতাক্ষী নামে অভিহিত করিবে।

ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥১১।৪৪
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহং ভুবি ॥১১।৪৫

হে সুরগণ, তৎপরে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিজ দেহ হইতে প্রাণধারণ উপযোগী শাক উৎপন্ন করিয়া সমস্ত

লোককে পালন করিব, এবং (এই জন্য) তৎকালে আমি পৃথিবীতে শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥১১।৪৬

সেই সময়েই আমি দুর্গম নামক এক মহাসুরকে বিনাশ করিব, এবং তাহাতে আমার দুর্গা-দেবী এই নাম বিখ্যাত হইবে।

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥১১।৪৭
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥১১।৪৮

পুনর্ব্বার যখন আমি মুনিগণের রক্ষার জন্য ভীষণরূপ ধারণ করিয়া হিমালয়ে রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব, তখন মুনিগণ সকলে বিনতভাবে আমার স্তব করিবেন, এবং সেই (ভীষণরূপ ধারণ) হেতু আমার ভীমা-দেবী এই নাম বিখ্যাত হইবে।

যদারুণাখ্যৈস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।
তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্॥১১।৪৯
ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ব্বতঃ॥১১।৫০

যখন অরুণ নামক অসুর ত্রিলোকে অতিশয় পীড়া উৎপন্ন করিবে, সেই সময় আমি অসংখ্য ষট্পদসমন্বিত ভ্রমর রূপ ধারণ করিয়া ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য সেই মহা অসুরকে বধ করিব, এবং সেই সময় লোকে সকল স্থানে আমাকে ভ্রামরী নামে স্তব করিবে।

এই সকল আবির্ভাবের কথা বলিয়া দেবী বলিলেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ॥১১।৫১

যখন যখন দানবগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার উৎপাত উপস্থিত হইবে, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া শত্রু বিনাশ করিব।

ইহাই ভবিষ্যৎ আবির্ভাব সম্বন্ধে দেবীর বাণী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দেবীর স্বরূপ।

দেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে ঋষি বলিলেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি ।১।৪৭

তিনি নিত্যা অর্থাৎ তাঁহার জন্ম মৃত্যু কিছুই নাই, এবং তিনি জগন্মূর্ত্তি অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার মূর্ত্তি।

অন্যত্রও দেবী যে সনাতনী অর্থাৎ নিত্যা তাহা কথিত হইয়াছে, এবং সমস্ত জগতই যে তাঁহার স্বরূপ তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার স্তবে কথিত হইয়াছে যে এই পৃথিবীতে যেখানে যা কিছু বস্তু আছে, তাহার অন্তর্নিহিত যে শক্তি তাহা তিনি। দেবগণের স্তবেও বর্ণিত হইয়াছে,—তিনি বিশ্বাত্মিকা অর্থাৎ জগৎ-রূপা, সর্ব্বস্বরূপা; তিনিই এই সংসার পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। তিনিই প্রাণীগণের ইন্দ্রিয়ে এবং সমস্ত পদার্থে অবস্থান করিতেছেন ও চৈতন্যরূপে এই জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন।

তিনি সর্ব্বশক্তিময়ী। যে শক্তির বলে সৃজন, পালন ও সংহারকার্য্য সংঘটিত হইতেছে, তিনিই সেই শক্তি। তিনিই

লক্ষ্মী, তিনিই গৌরী; বৈষ্ণবী প্রভৃতি শক্তিও তিনি। দেবশক্তিও তিনি, অসুর-শক্তিও তিনি। জগতের যে মায়া তাহাও তিনি।

তিনিই প্রাণীগণের মধ্যে মাতৃরূপে এবং স্ত্রীরূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রাণীগণের বিভেদ-নির্দ্দেশক জাতি তিনি; এবং তিনিই তাহাদিগের মধ্যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, বৃত্তি, শক্তি, চেতনা, স্মৃতি, বুদ্ধি, মেধা, শ্রদ্ধা, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, ক্ষমা, দয়া, ছায়া ও সৌন্দর্য্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। মায়াও তিনি, মোহও তিনি; তিনিই লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ, এবং অলক্ষ্মী অর্থাৎ দারিদ্র্য।

তিনি শব্দময়ী এবং সমস্ত বিদ্যাস্বরূপা। তিনিই স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ত্রিবিধ মাত্রা। বেদমন্ত্র তিনি; যজ্ঞমন্ত্র বষট্‌-কার, দেবহবির্দান-মন্ত্র স্বাহা, এবং পিতৃকব্যদান-মন্ত্র স্বধা তিনি। তিনি বেদত্রয়রূপা; তর্কাদি শাস্ত্রও তিনি। এবং—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।১।৪৪

সেই সনাতনী দেবীই মুক্তি-প্রাপক শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

কিন্তু এই সমস্ত বিশ্ব তাঁহার মূর্ত্তি হইলেও তিনিই জগৎ নহেন। এই সমস্ত জগৎ তাঁহার অংশস্বরূপ। এই জগতের বাহিরেও তিনি আছেন।

দেবী-মাহাত্ম্য।

তিনি সর্ব্বকারিণী, বিশ্বেশ্বরী। তিনিই ব্রহ্মাদির নিয়ন্ত্রী।
আরও, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপা, এবং মঙ্গলময়ী।

জগতের স্বত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক উপাদানকারণও তিনি; তিনি পরিণামরহিতা মূল প্রকৃতি। ত্রিগুণ তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে, তিনি ত্রিগুণময়ী।

আবার তিনিই জগতের আধার। তিনি পৃথিবীরূপে এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং জলরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপ্যায়িত করিতেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

দেবীর কার্য্য।

দেবীর কার্য্য সম্বন্ধে ঋষি বলিলেন—

তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।১।৪৩

তিনি এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন।

তয়া সর্ব্বমিদং ততম্ ।১।৪৭

তাহার দ্বারাই এই জগৎ উৎপাদিত হইয়াছে।

সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ।১২।৩৪

তিনিই এই বিশ্ব প্রসব করিয়াছেন।

দেবী যে কেবল জগতের সৃজনকারিণী তাহা নয়, তিনি এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন, এবং জগতের পালন ও সংহারকারিণীও তিনি।

সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।
স্থিতিঃ করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥১২।৩৬

সেই সনাতনী নিত্যা দেবীই সৃষ্টি করেন, স্থিতিকালে প্রাণীদিগকে পালন করেন, এবং প্রলয়কালে সংহার করেন।

ব্যাপ্তন্তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী স্বরূপয়া ॥১২।৩৫

হে রাজন্, মহাপ্রলয়-সময়ে সংহারশক্তি মহাকালীরূপে তিনি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নাশ করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মার স্তবে কথিত হইয়াছে, তিনিই এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তিনিই ইহা ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই ইহা পালন করিতেছেন, এবং প্রলয়কালে তিনিই ইহা সংহার করিয়া থাকেন।

জগতের পালনের জন্য দেবী সময়ে সময়ে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। দেবগণ কেহ বৃষ্টিদান দ্বারা, কেহ আলোকদান দ্বারা, কেহ উত্তাপদান দ্বারা, কেহ বায়ু প্রবাহিত করিয়া, ইত্যাদি প্রকারে জগৎ রক্ষার সাহায্য করিয়া থাকেন ; এবং যখনই দানবগণ দেবগণের অধিকার গ্রহণ করিয়া জগতের বাধা উৎপন্ন করিয়াছে, তিনি সেই সময়েই আবির্ভূতা হইয়া দানবগণকে বিনাশ করিয়া জগৎ পালনের বাধা দূর করিয়াছেন। ইহাই অবতারবাদ।

এই সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন—

এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥১২।৩৩

হে ভূপতি, এই প্রকারে সেই ভগবতী দেবী নিত্যা হইয়াও পুনঃ পুনঃ আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করিয়া থাকেন।

কিন্তু দেবী যে কেবল জগতের সৃজন, ধারণ, পালন এবং সংহার করিয়া থাকেন তাহা নহে,—

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বম্ ॥১২।৩৪

তাঁহা কর্ত্তৃকই এই জগৎ মুগ্ধ হয়। তিনিই পরমা মায়া-রূপে এই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত করিয়া রাখেন।

কিন্তু দেবী কল্যাণময়ী,—

সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।১২।৩৪

তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সন্তুষ্টা হইয়া জ্ঞান ও উন্নতি প্রদান করিয়া থাকেন।

তিনি শরণাগত-রক্ষক ; দীন এবং আতুর ব্যক্তিও তাঁহার শরণ লইলে তিনি তাহাকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥১৩।৩

তাঁহার আরাধনা করিলেই মানব ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥১।৪৩

ইনি প্রসন্না হইলেই মানবগণকে মুক্তির জন্য বরদান করিয়া থাকেন।

তিনি সর্ব্ববিধ সিদ্ধিপ্রদানকারিণী।

পরিশিষ্ট।

দেবীর স্তুতি।

দেবী-মাহাত্ম্যের ভিতর দেবীর চারিটী স্তুতি আছে ;-প্রথম, মধুকৈটভ বিনাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মাকৃত স্তব ; দ্বিতীয়, মহিষাসুর বধের পর দেবগণকৃত স্তব ; তৃতীয়, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পূর্ব্বে দেবগণকৃত স্তব ; এবং চতুর্থ, শুম্ভ-নিশুম্ভ বিনাশের পর দেবগণকৃত স্তব। এই সকল স্তবের যে সকল শ্লোকে দেবীর স্বরূপ প্রভৃতি বর্ণনাত্মক বাক্য আছে, সেইগুলি প্রদত্ত হইল।

(১)

ব্রহ্মাকৃত স্তব।

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা ॥ ১ ॥

হে নিত্যে, তুমি স্বাহা (দেবহবির্দানমন্ত্র), তুমি স্বধা (পিতৃকব্যদানমন্ত্র), তুমি বষট্‌কার (যজ্ঞমন্ত্র), তুমি স্বরবর্ণ, তুমি সুধা (অমৃত, অর্থাৎ অমৃতত্ব প্রাপক মন্ত্র) এবং অক্ষর-সমূহে তুমি (হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত এই) ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিত ॥ ১ ॥

অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥ ২॥
ত্বয়ৈব ধার্য্যতে সর্ব্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥ ৩॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥ ৪॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥ ৫॥

হে দেবি, যাহা আপনা হইতে উচ্চারিত হয় না অর্দ্ধমাত্রা বলিয়া গণ্য সেই ব্যঞ্জনবর্ণও তুমি; তুমিই সাবিত্রী (গায়ত্রী মন্ত্র), এবং সকল বাক্যের আদি জননী॥ ২॥

হে দেবি, তুমিই এই জগৎ ধারণ করিয়া আছ, তোমা দ্বারাই ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তুমিই ইহা পালন করিতেছ, এবং সকল সময়েই প্রলয়কালে তুমিই ইহা ভক্ষণ (সংহার) করিয়া থাক॥ ৩॥

হে জগৎস্বরূপা দেবি, তুমি সৃষ্টিকালে সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা, এবং জগতের শেষ সময়ে সংহারস্বরূপা॥৪॥

তুমি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, মহামায়া (সর্ব্বসম্মোহনকারিণী), মহামেধা (উৎকৃষ্ট ধারণাবতী বুদ্ধি), মহাস্মৃতি (মহতী স্মরণ-

প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥ ৬ ॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্ব্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥ ৭ ॥
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডী পরিঘায়ুধা ॥ ৮ ॥
সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৯ ॥

শক্তি), মহামোহা (মহামোহদায়িনী), মহাদেবী (মহতী দেবশক্তি) এবং মহাসুরী (মহতী অসুরশক্তি) ॥ ৫ ॥

তুমিই সমস্ত জগতের (সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই) গুণত্রয়-রূপিণী মূল প্রকৃতি (কারণ)। তুমিই কালরাত্রি (মরণরূপা রাত্রি), মহারাত্রি (প্রলয়রাত্রি) ও মোহরাত্রি (নিদ্রারূপা রাত্রি), এবং তুমি ভয়ঙ্করী ॥ ৬ ॥

তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি (রমণী-ভূষণ) লজ্জা, তুমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তুমি (কুকর্ম্ম-নিবারিণী) লজ্জা, তুমি পুষ্টি (বৃদ্ধি), তুমি তুষ্টি (সন্তোষ), তুমি শান্তি, এবং তুমি ক্ষান্তি (ক্ষমা) ॥ ৭ ॥

তুমি খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনু, বাণ, ভূশুণ্ডী ও পরিঘ-

যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥ ১০॥

(২)

দেবগণকৃত প্রথম স্তব।

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষ দেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেবমহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥ ১॥

ধারিণী, এবং তুমি ভীষণা। তুমি মনোহরা, সমস্ত সুন্দর বস্তুর অপেক্ষাও সুন্দরী, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যময়ী; তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, কারণ তুমি পরমেশ্বরী॥ ৮॥ ৯॥

হে সর্ব্বময়ি দেবি, যেখানে যাহা কিছু বস্তু আছে বা ভবিষ্যতে হইবে তাহাদের অন্তর্নিহিত যে শক্তি তাহা তুমি, সুতরাং তোমাকে কি প্রকারে স্তব করা যাইবে॥ ১০॥

সমস্ত দেবগণের শক্তি হইতে আবির্ভূতা যে দেবী

যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ২ ॥
যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতাঃ স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্ ॥ ৩ ॥

আত্মশক্তিতে সকল জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, সকল দেবতা এবং মহর্ষিগণের পুজনীয়া সেই দেবীকে আমরা ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করি, তিনি আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১ ॥

যাঁহার অনুপম মহিমা এবং শক্তির বিষয় বর্ণনা করিতে ভগবান ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবও সমর্থ নহেন, সেই চণ্ডিকা দেবী সমস্ত জগৎ পালনের নিমিত্ত এবং অমঙ্গলের ভয় নাশ করিবার জন্য ইচ্ছা করুন। ২।

যিনি পুণ্যবানদিগের গৃহে লক্ষ্মীরূপে এবং পাপীদিগের গৃহে অলক্ষ্মীরূপে, মনীষিগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে, সজ্জনবর্গের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে, এবং সৎকুলজাত ব্যক্তিগণের হৃদয়ে লজ্জারূপে

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ-
ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত-
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥ ৪॥
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু-
রুচ্চার্য্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥ ৫॥
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ
অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয়তত্ত্বসারৈঃ।

বিরাজ করেন, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি; হে দেবি, এই জগৎ পালন কর॥ ৩॥

তুমি সমস্ত জগতের কারণ এবং ত্রিগুণময়ী; বিষ্ণু শিব প্রভৃতিও পূর্ণজ্ঞানের অভাবে তোমাকে জানিতে পারেন না। তুমি এই জগতের আধার এবং জগৎ তোমার অংশ-স্বরূপ; তুমিই পরিণাম-রহিতা আদি পরমা প্রকৃতি॥ ৪॥

হে দেবি, সর্ব্ববিধ যজ্ঞে যাহার উচ্চারণ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি হয় তুমি সেই স্বাহা মন্ত্র, এবং পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত লোকে যে স্বধামন্ত্র উচ্চারণ করে তাহাও তুমি॥ ৫॥

মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ-
র্ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৬ ॥
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান-
মুদ্গীতরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবি ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্ত্তা চ সর্ব্বজগতাং পরমার্ত্তিহন্ত্রী ॥ ৭ ॥
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।

হে দেবি, মোক্ষলাভেচ্ছু তত্ত্বানুসন্ধী সংযত-ইন্দ্রিয় রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত মুনিগণ মুক্তির নিমিত্ত যাহার চিন্তা করেন, তুমিই সেই মহাসাধনস্বরূপ অচিন্ত্যনীয় ভগবতী পরমা বিদ্যা ॥ ৬ ॥

হে দেবি, তুমি শব্দময়ী ; উচ্চগীতিবিশিষ্ট মনোহর পদ ও পাঠযুক্ত ঋক্ যজু ও সামবেদের আশ্রয় তুমি, এবং তুমিই সেই ত্রিবেদ। তুমি ঈশ্বরী, জগৎ পালনের কারণভূতা বৃত্তি এবং সমস্ত জগতের পরম দুঃখনাশকারিণী ॥ ৭ ॥

হে দেবি, যাহার দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের সার অবগত হওয়া যায় সেই ধারণাবতী বুদ্ধি তুমি। দুর্গম ভবসাগর পারের

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা ॥ ৮ ॥
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্ম্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না ॥ ৯ ॥
ধর্ম্ম্যাণি দেবি সকলানি সদৈব কর্ম্মা-
ণ্যত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতি করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥ ১০ ॥

তুমি একমাত্র তরনী, এইজন্য তোমাকে দুর্গা বলে। তুমি কৈটভারি হরির হৃদয়-নিবাসিনী লক্ষ্মী; আবার শিববিহারিণী গৌরীও তুমি ॥ ৮ ॥

তুমি সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বদা যাহাদিগের উন্নতিবিধান কর তাহারা দেশমধ্যে সম্মানিত হয়, তাহাদিগের অর্থ যশ এবং ধর্ম্মসমূহ বিনষ্ট হয় না, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র ও ভৃত্যগণ বিনীত হয়, এবং তাহারাই ধন্য ॥ ৯ ॥

হে দেবি, তোমার অনুগ্রহে পুণ্যবান্ ব্যক্তি সতত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রতিদিন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান করেন

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্ব্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥ ১১ ॥

(৩)

দেবগণকৃত দ্বিতীয় স্তব।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ১ ॥

এবং তৎফলে স্বর্গে গমন করেন, অতএব ত্রিলোকে তুমিই ফলদাত্রী ॥ ১০ ॥

হে দুর্গে, ভীত হইয়া তোমায় স্মরণ করিলে তুমি সকল প্রাণীর ভয়নাশ করিয়া থাক, আবার সুস্থ (ভয়রহিত) অবস্থায় স্মরণ করিলে অতীব শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়া থাক। তুমি দারিদ্র্য-দুঃখ এবং ভয়হারিণী ; সকলের উপকার করিবার জন্য দয়ার্দ্র-হৃদয় তোমা ব্যতীত আর কে আছে ॥ ১১ ॥

দেবীকে নমস্কার, মহাদেবী শিবাকে সর্ব্বদা নমস্কার,

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥২॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্ব্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥৩॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥ ৪ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥৫॥

কল্যাণকারিণী প্রকৃতিকে নমস্কার, আমরা সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

ভীষণরূপা নিত্যাকে নমস্কার, জগদাধাররূপা গৌরীকে নমস্কার, জ্যোৎস্না ও চন্দ্ররূপিণী সুখদায়িনী দেবীকে সর্ব্বদা নমস্কার ॥ ২ ॥

কল্যাণ, বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরূপিণীকে আমরা প্রণত হইয়া নমস্কার করি, নৈঋতী ও রাজলক্ষ্মীকে আমরা নমস্কার করি, শর্ব্বাণীকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

দুর্গা, দুর্গপারা (সংসার-পার-কারিণী), সারা (সর্ব্বশ্রেষ্ঠা), সর্ব্বকারিণী, খ্যাতি (প্রসিদ্ধিরূপা), কৃষ্ণা (কৃষ্ণবর্ণা) এবং ধূম্রা-(ধূম্রবর্ণা) কে সতত নমস্কার ॥ ৪ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৬ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৭ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৮ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

আমরা অতি সুন্দরী এবং অতি ভীষণাকে প্রণত হইয়া নমস্কার করি, জগৎপালনকারিণীকে নমস্কার করি, ক্রিয়ারূপা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

যে দেবী সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া নামে অভিহিতা হন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৬ ॥

যে দেবী সকল পদার্থে চেতনা নামে অভিহিতা হন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৭ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে নিদ্রারূপে অবস্থান করিতেছেন. তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ৯ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১০ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১১ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১২ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। ১৩ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে ক্ষুধারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১০ ॥

যে দেবী সকল পদার্থে ছায়ারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১১ ॥

যে দেবী সকল পদার্থে শক্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১২ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে তৃষ্ণারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৩ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে ক্ষমারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৪ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৭ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে জাতিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৫ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে লজ্জারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৬ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে শান্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৭ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে শ্রদ্ধারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৮ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে শোভারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৯ ॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২০॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২১॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২২॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৩॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥ ২৪॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে সম্পৎরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ২০॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে বৃত্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নবস্কার॥ ২১॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে স্মৃতিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ২২॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে দয়ারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ২৩॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে সন্তোষরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥ ২৪॥

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৫ ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৬ ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা ।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ ॥২৭॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥২৮॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৫ ॥

যে দেবী সকল প্রাণীতে ভ্রান্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৬ ॥

যিনি সকল প্রাণীর শরীর এবং ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী সেই ব্যাপ্তি (সর্ব্বব্যাপিনী) দেবীকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥

যে দেবী চৈতন্যরূপে নিখিল ভুবন ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২৮ ॥

দেবগণকৃত তৃতীয় স্তব।

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য ॥ ১ ॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে ॥ ২ ॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

হে দেবি, হে শরণাগতজনের দুঃখনাশিনী দেবি, প্রসন্না হও। হে সমস্ত জগতের জননি, প্রসন্না হও। হে বিশ্বেশ্বরি, প্রসন্না হইয়া বিশ্ব পালন কর। হে দেবি, তুমিই চরাচর জগতের অধীশ্বরী ॥ ১ ॥

তুমিই জগতের একমাত্র আশ্রয়, কারণ তুমিই পৃথিবী-রূপে অবস্থান করিতেছ। আবার, হে অনতিক্রমণীয়া শক্তিধারিণী দেবি, তুমিই জলরূপে অবস্থান করিয়া এই অখিল জগৎ প্রবৃদ্ধ করিতেছ ॥ ২ ॥

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেত-
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ॥ ৩ ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥ ৪ ॥
সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ ॥ ৫ ॥

হে দেবি, তুমি অনন্ত শক্তিশালিনী বৈষ্ণবী শক্তি, তুমি বিশ্বের মূল কারণ এবং তুমি পরমা মায়ারূপে অবস্থিতা। তুমিই এই সমস্ত জগৎ সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ, আবার জগতে তুমি প্রসন্না হইলেই মুক্তির কারণ হইয়া থাক ॥ ৩ ॥

হে দেবি, সমস্ত বিদ্যা তোমার মূর্ত্তি, সমস্ত রমণী তোমারই অংশস্বরূপা। মাতৃরূপে তুমি একাই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ, অতএব তোমার আবার স্তব কি (অর্থাৎ তোমার গুণবর্ণনা সম্ভব নয়) ॥ ৪ ॥

তুমি সর্ব্বস্বরূপা, তুমি দেবী (চিদানন্দময়ী) এবং স্বর্গ ও মুক্তি প্রদানকারিণী, সুতরাং তোমার স্তব করিতে আরম্ভ করিয়া কোন্ কথা বিশেষ করিয়া বলিব ? ॥ ৫ ॥

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৬॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৭॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৮॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ ৯॥

হে নারায়ণি দেবি, তুমি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করিতেছ এবং তুমি স্বর্গ ও মুক্তি প্রদানকারিণী, তোমাকে নমস্কার॥ ৬॥

হে নারায়ণি, তুমি কলা কাষ্ঠা প্রভৃতি কালরূপে জগতের পরিণাম করিতেছ এবং তুমি জগতের বিনাশকারিণী শক্তি, তোমাকে নমস্কার॥ ৭॥

হে নারায়ণি, তুমি সকল মঙ্গলের মঙ্গল-বিধানকর্ত্রী, তুমি মঙ্গলময়ী, তুমি সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী, তুমি ত্রিনয়নী, তুমি গৌরী, তোমারই শরণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তোমাকে নমস্কার॥ ৮॥

হে সনাতনি দেবি, হে নারায়ণি, তুমি সৃজন-পালন-সংহারকারিণী শক্তিরূপা, তুমি ত্রিগুণের আশ্রয় এবং স্বয়ং ত্রিগুণময়ী, তোমাকে নমস্কার॥ ৯॥

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১০ ॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণী-রূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১১ ॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভ-বাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১২ ॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৩ ॥

হে নারায়ণি দেবি, তুমি শরণাগত, দীন ও পীড়িত ব্যক্তিদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাক, এবং তুমি সকলের দুঃখ নাশ কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

হে নারায়ণি দেবি, তুমি ব্রহ্মাণীরূপে হংসবাহিত বিমানে অবস্থান করিয়া থাক এবং কুশজল ক্ষরণ কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

হে নারায়ণি, তুমি মাহেশ্বরী-মূর্ত্তিতে ত্রিশূল, অর্দ্ধচন্দ্র এবং স্বর্প-বলয় ধারণ কর ও মহাবৃষভে আরোহণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার ॥ ১২ ॥

হে নারায়ণি, তুমি ময়ূর ও কুক্কুট পরিবৃতা হইয়া এবং মহাশক্তি ধারণ করিয়া মনোরম কৌমারীরূপে অবস্থান করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৪ ॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৫ ॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৭ ॥

হে নারায়ণি, তুমিই শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ আয়ুধ-ধারিণী বৈষ্ণবী শক্তি, তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে নমস্কার ॥১৪॥

হে নারায়ণি, তুমি বরাহরূপে ভীষণ মহাচক্র গ্রহণ করিয়াছ এবং দন্তদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছ, তুমি কল্যাণময়ী, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৫ ॥

হে নারায়ণি, তুমি ভীষণ নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া দৈত্যগণকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তুমি ত্রিভুবন-রক্ষাকারিণী, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৬ ॥

হে নারায়ণি, তুমি কিরীট ও মহাবজ্রধারিণী সহস্র নয়ন-শোভিতা ইন্দ্রশক্তি, তুমি বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৭ ॥

শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে ।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৮ ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে ।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ১৯ ॥
লক্ষ্মি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে ।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২০ ॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতিঃবাভ্রবি তামসি ।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ॥ ২১ ॥

হে নারায়ণি, তুমি মহাশব্দকারিণী ভীষণ শিবদূতী মূর্ত্তিতে দৈত্যসৈন্যগণকে বিনাশ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৮ ॥

হে নারায়ণি, তুমি নরমুণ্ডমালাধারিণী চামুণ্ডা, তোমার বদন দশন দ্বারা ভীষণ হইয়াছে, তুমি মুণ্ডাসুরকে নাশ করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

হে নারায়ণি, তুমি লক্ষ্মী, তুমি লজ্জা, তুমি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তুমি শ্রদ্ধা, তুমি পুষ্টি, তুমি স্বধা, তুমি ধ্রুব পদার্থ, তুমি প্রলয়স্বরূপা, তুমি-মহামোহস্বরূপিণী, তোমাকে নমস্কার ॥২০॥

হে নারায়ণি, তুমি মেধাস্বরূপা, তুমি বাগ্দেবী, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তুমি ঐশ্বর্য্যস্বরূপা, তুমি রজোগুণযুক্তা, তুমি তমোগুণযুক্তা, তুমি অদৃষ্ট, তুমি ঈশ্বরী, তুমি প্রসন্না হও, তোমাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥

সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥ ২৩ ॥
বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে-
ষ্বাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতিমহান্ধকারে
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্ ॥ ২৪ ॥

হে দুর্গা দেবি, তুমি সর্ব্বস্বরূপা, তুমি সকলের ঈশ্বরী, তুমি সর্ব্বশক্তিযুক্তা, তুমি আমাদিগকে ভয় হইতে ত্রাণ কর, তোমাকে নমস্কার ॥ ২২ ॥

তুমি সন্তুষ্ট হইলে সকল রোগ বিনাশ করিয়া থাক, এবং ক্রুদ্ধ হইলে সকল বাঞ্ছিত কামনা ধ্বংস করিয়া থাক। তোমার আশ্রিত ব্যক্তিদিগের বিপদ হয় না, এবং তাহারা অন্য লোকেরও আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

তুমি সর্ব্ববিধ বিদ্যা, শাস্ত্র এবং জ্ঞানবর্দ্ধক বেদবাক্যের একমাত্র প্রবর্ত্তিকা, এবং তুমিই মহা অন্ধকারস্বরূপ মমত্বগর্ত্তে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করাইতেছ (অর্থাৎ তোমার

রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
মত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
তত্র স্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্ ॥ ২৫ ॥
বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ২৬ ॥

শক্তিতেই জীবসকল কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান রহিত হইয়া আমি আমার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে) ॥ ২৪ ॥

যে স্থানে রাক্ষসগণ, উগ্রবিষ সর্পগণ, শত্রুগণ ও দস্যুদল সকল অবস্থান করে সেই স্থলে, এবং দাবানল ও সমুদ্র মধ্যেও অবস্থান করিয়া তুমি এই বিশ্ব পরিপালন করিতেছ ॥ ২৫ ॥

তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী, এই জন্য তুমি বিশ্ব পালন করিয়া থাক, এবং তুমি জগৎরূপা, এই জন্য বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছ ; তুমি বিশ্বের আশ্রয়স্থল, এই জন্য যে তোমার প্রতি ভক্তিতে নম্র হইয়া থাকে, সে ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতিরও পূজনীয় হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥ ২৭॥

হে বিশ্বের দুঃখনাশকারিণি দেবি, তুমি প্রণত জনের প্রতি সন্তুষ্ট হও; হে ত্রৈলোক্যবাসিজনের স্তবনীয় দেবি, তুমি লোকসকলের প্রতি বরদায়িনী হও॥ ২৭॥

দেবী-সূক্ত।

দেবীসূক্ত ঋগ্বেদের অন্তর্গত। অম্ভৃণ ঋষির বাক্ নাম্নী কন্যাতে আবির্ভূতা হইয়া দেবী স্বয়ং যে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাই দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই দেবীসূক্তের মধ্যেই দেবী-মাহাত্ম্যের মূল পাওয়া যায়।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরা-
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্য-
হমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১॥

আমি রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণরূপে বিচরণ করিতেছি। আমিই মিত্র ও বরুণকে, ইন্দ্র ও অগ্নিকে, এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং
ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২॥

আমি শত্রুনাশকারী সোমকে, ত্বষ্টাকে, এবং পুষা ও ভগকে ধারণ করিতেছি। যাহার প্রচুর হবিঃ আছে এবং যে ব্যক্তি উত্তম হবিঃ দ্বারা দেবগণের তৃপ্তি-বিধান করিয়া থাকে ও যজ্ঞবিধি অনুসারে সোমরস প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেই যজমানকে আমিই যজ্ঞফল প্রদান করিয়া থাকি।

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং
চিকীতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩॥

আমি সকলের ঈশ্বরী, আমি ধনদানকারিণী, আমি সর্ব্বদর্শিনী, এবং যাহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা উচিত তাহাদের মধ্যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা; আমি বহুভাবে অবস্থান করি এবং আমিই নিখিল প্রাণীতে আত্মাকে জীবভাবে প্রবেশিত করি, অতএব দেবগণ যাহা করেন তাহা ঈদৃশ গুণশালিনী আমারই উদ্দেশ্যে করেন।

ময়া সোন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি যঃ শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥ ৪ ॥

আমারই শক্তিতে লোকের অন্নভোজন, দর্শন, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং কথা শ্রবণ কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। যাহারা আমাকে এইরূপ ভাবে জানে না, তাহারা হীনভাবাপন্ন হইয়া থাকে। অতএব হে শ্রুত, শ্রদ্ধা-(বিশ্বাস)লভ্য বিষয় তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি
জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥ ৫ ॥

দেবতাগণ ও মানুষগণের প্রার্থিত এই তত্ত্ব আমি স্বয়ং তোমাকে বলিতেছি। আমি যাহাদিগের প্রতি ইচ্ছা করি, তাহাদিগের কাহাকেও সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী, কাহাকেও ব্রহ্মা, কাহাকেও ঋষি এবং কাহাকেও বা মেধাবী করিয়া থাকি।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশহ ॥৬॥

ব্রহ্মদ্বেষী হিংসক-(অসুর)গণের বিনাশের নিমিত্ত আমিই রুদ্রের ধনু জ্যা-যুক্ত করিয়াছি, এবং আমিই লোকরক্ষার জন্য শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকি। আমিই স্বর্গে ও পৃথিবীতে আবিষ্ট হইয়া আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধ-
ন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা
উতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥ ৭ ॥

ভূলোকের উপরস্থ আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি; সমুদ্র ও সলিলের অন্তর্মধ্যে আমারই কারণ বর্ত্তমান। অতএব আমি সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমি এই দেহদ্বারা দূরবর্ত্তী আকাশও স্পর্শ করিয়া থাকি।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব ॥৮॥

আমিই সমস্ত ভুবন উৎপাদনসময়ে বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই। এই পৃথিবী এবং আকাশের পরেও আমি আছি। আমি এইরূপ মহিমার সহিত অধিষ্ঠিতা আছি।